

শরীয়া, মনুবাদ এবং ধর্ম

বিপ্লব

প্রথমেই ফতেমোল্লাজীকে জানাই, সৈনিক শুভেচ্ছা। ভবিষ্যতের মুক্ত পৃথিবী, শরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে আপনার অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে। কানাডাতে শরীয়া চালু হলে বিশ্বজুড়ে এর প্রচার চলত। এই উপমহাদেশের আরো হাজার হাজার মেয়েদের উপর ধর্মের তরবারি নেমে আসত। ভারত থেকে বাংলাদেশের অগুণ্টি অসহায় নারী আপনার নাম হয়ত জানে না। বিশ্বাস, একদিন তারা না হলেও তাদের স্বাধীন কন্যারা আপনার মতন মুক্তিযোদ্ধাদের নাম অবশ্যই জানবে। রামমোহনের সমসাময়িক আমার পূর্ব পুরুষেরা নিশ্চিত ভাবেই, রাম মোহন, বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করেছে। ইতিহাসে পরিহাস দেখুন। আমরা রাম মোহনের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, আর নিজেদের পূর্ব পুরুষের নাম? কে জানে! আপনার বিরোধীরা একদিন কালের অতলে নিমজ্জিত হবে। আর তাদের সম্মান-নাতি পুতিরী আপনার নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। আপনি আসল জায়গাতেই জিতে গেছেন।

সমস্যাটা এখানেই যে, আধ্যাত্মিকতার চাহিদা, যৌন চাহিদার মতন। মানুষ আধ্যাত্মিকতা আর ধর্মকে গুলিয়ে ফেলে। মহম্মদ বা কৃষ্ণ ধর্ষন করতে বলেন নি ঠিকই, তবে বিধর্মীদের ঘৃণা করতে বলেন নি, এটা তো ঠিক নয়! কোরান এবং গীতাতে ঘৃণার পরিমাণটা নেহাতই কম নয়। তবে আপনি বলতেই পারেন, এই ঘৃণার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে, অন্যচিত্র দেখা যাবে। বোঝা যাবে, সেটা এসেছে কিছু বদ লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সৈনিকদের অনুপ্রেরণা দিতে।

কটা হিন্দু বা মুসলিম বাড়ীতে সেটা ছেলেবেলা থেকে শেখানো হয়? শরিয়ার চতুষ্পদী তাবেদারদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে এটাতো নিশ্চয় মানবেন, পশুদের বোধশক্তি নেই। একটাও মসজিদ পাওয়া যাবে যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ এই ঘৃণার চাষ হয় না? কাওকে পেলেন যে এই ঘৃণার এই সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বোঝে?

ধর্মতো ব্যবসা। ঘৃণা না থাকলে শুধু আধ্যাত্মিকতা বেচে ধর্ম ব্যবসায়ীদের পেট ভরবে না। রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলও সম্ভব নয়। কৃষ্ণ এবং মহম্মদ উভয়েই গীতা এবং কোরানের ইস্তেমালা করেই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছেন। আপনি কি করে এই দুই ধর্মকে রাষ্ট্রনীতি থেকে তাড়াবেন? মহম্মদ নিজেই ইসলামের সাথে রাজনীতির গাঁটছারা বেঁধেছেন। আমার মাথায় ঢুকছে না। বিশেষত যেখানে এটা ঐতিহাসিক সত্য যে ইসলামের জন্মই হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে।

সুতরাং শরিয়ার পেছনে মহম্মদের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া কাজ করে নি সেটা মানা যাচ্ছে না। মনুবাদেরও উৎসমুখ গীতার কর্মযোগ।

ভারতে শরিয়ার ছায়া ক্রমশই দীর্ঘতর হচ্ছে। শাহবানু মামলা দিয়ে শুরু হয়েছিল। নেহেরু হিন্দুদের মুক্ত করেছিলেন মনুবাদ থেকে, সার্বজনীন সিভিল কোড চালু করে। মুসলিমদের জন্য এটা চালানেন না। কেন? তাহলে হিন্দু-মুসলিম বিভাজন কমে যেত। ডিভাইড এনড রুলের ভোটের পাটিগণিত মিলত না। রাজীব গান্ধী আরো ডুবিয়েছিলেন, শাহবানু মামলায় সুপ্রীম কোর্টের মানবিক রায়কে বাতিল করে, শরিয়া আইন চালু করে! লক্ষ্য করুন ভারতে কারা মুসলিমদের জন্য শরিয়া আইনের সওয়াল করছেন। মুলায়েম সিং যাদব, লাল্লু যাদব! দুই লম্পট গুন্ডা-ভারতীয় রাজনীতির কলঙ্ক! পেছনে আছেন অর্জুন সিং। সব্বাই ভোট চাই। মুসলিম ভোট। কে চাই, মুসলিমরা মানুষ হোক? না ঘরের লোক, না বাইরের লোক।

হ্যাঁ, আপনার মতন কিছু লোক আছেন। পশ্চিম বঙ্গে পতাকা শিল্পগোষ্ঠীর মুস্তাক হোসেন আছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের মডেলে, আল-আমিন মিশন খুলেছেন। সেখানে মেধাবী গরীব মুসলিম ছাত্রদের উচ্চমানের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আগে, ডাক্তারী-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১-২% মুসলিম ছাত্র ছিল। আল-আমিনের শিক্ষার দৌলতে সংখ্যাটা বাড়ছে। এই ইফোরামে যারা শরিয়া বা মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে সওয়াল করেন, নিশ্চিত ভাবেই জানবেন, তারা নিজেদের ছেলেকে মাদ্রাসাতে পাঠাবেন না। নিজের কন্যাকে পাঠাতেই পারে। হাজার হলেও মেয়েতো, নিজের মেয়ে হল তো কি হল!

যারা শরিয়ার পক্ষে সওয়াল করে, তারা নিজেদের মা, মেয়ে বা বোনদের কথা ভাবে? ভাবে না। ড্রাগ এডিক্টের মতো ইসলাম এডিক্ট এরা। ড্রাগের নেশায় মানুষ যেমন চুরি করে, ডাকাতি করে। বোধশক্তি লোপ পায়। ধর্মের নেশাটাও সেই রকম। নইলে নিজেদের মায়ের অপমান কেও দেখেও দেখে না? মাতৃধর্মের চেয়ে বড় ধর্ম পৃথিবীতে এসেছে? নিজের মায়ের চেয়ে মহম্মদ বড় হতে পারে? পারে না। ইসলাম, হিন্দুত্ব সবই মাতৃধর্মের কাছে তুচ্ছ।

কিন্তু মায়েরা কি সেটা বোঝে? বোঝে না। যেদিন তারা বুঝবে তাদের মাতৃত্ব, ইসলাম, হিন্দুত্বর অনেক উপরে, হাজার হাজার বছরের ধর্ম নামক অচলায়তন ভেঙে পরবে। ধর্মের বিরুদ্ধের জিহাদের নেতৃত্ব যেদিন ফতেমোল্লা-অভিজিত-আকাশের হাত থেকে নন্দিনী-বন্যা-তসমিনাদের হাতে যাবে, সেইদিনই ধর্মমুক্ত হবে পৃথিবী। বা মানব ধর্ম প্রতিষ্ঠা হবে।

৯/৩০/২০০৫
ক্যালিফোর্নিয়া